দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশ তিরানব্বই

অন্তিম সময়ের উন্মোচন: রাশিয়ার পরিণতি থেকে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন এবং পশুর মূর্তির গঠন পর্যন্ত

Jeff Pippenger

2024-04-23

নিকট ভবিষ্যতে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধে জয়লাভ করে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবে, এবং সেই বিজয়টি পুতিন ও রাশিয়ার জন্য শেষের শুরু প্রমাণিত হবে। যেমন গর্বাচেভ তার সাম্রাজ্য পুনর্গঠন (পেরেস্ত্রোইকা) করেছিলেন এবং পরে জাতিসংঘে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি রাজনৈতিক রাশিয়াকে জাতিসংঘের কর্তৃত্বের অধীনে আনা হবে, আর ধর্মীয় রাশিয়াকে পোপতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। ট্রাম্প ২০২৪ সালে নির্বাচিত হবেন, বৈশ্বিকতাবাদী ডেমোক্র্যাট ও ঘোষিত রিপাবলিকান বৈশ্বিকতাবাদীদের ওপর প্রাধান্য অর্জন করবেন, এবং পুতিন ও রাশিয়ার পতনের পরিণতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তিনি জাতিসংঘের বৈশ্বিকতাবাদীদের সঙ্গে জোট গঠন করবেন। এরপর টাইরের বেশ্যা রাশিয়ার পক্ষ হয়ে মধ্যস্থতা করবে।

পানিয়ামের যুদ্ধে, পদ ৪০-এর তিনটি যুদ্ধের মধ্যে প্রথমটির ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়। প্রথম যুদ্ধে, যা ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে প্রতীকায়িত, শেষ আটজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথম জন পোপতন্ত্রের প্রক্সি বাহিনী হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেই প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিপাবলিকান, যা ইঙ্গিত করে যে শেষজনও রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট হবেন। প্রথম প্রেসিডেন্টটি 'লৌহ পর্দার' প্রাচীর সম্পর্কে তার বক্তব্যের জন্য পরিচিত ছিলেন; যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথচিহ্ন হিসেবে নেমে আসে, যখন ৯ নভেম্বর, ১৯৮৯-এ বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়ে। শেষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তের প্রাচীর নিয়ে তার বক্তব্যের জন্য পরিচিত হবেন, এবং প্রাচীর নির্মাণে ট্রাম্পের সাক্ষ্যকে চিহ্নিত করবে যে পথচিহ্ন, তা হবে রবিবারের আইন, যেখানে গির্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের প্রতীকী 'দেয়াল' অপসারিত হবে।

ওই প্রথম প্রেসিডেন্ট একজন সাবেক মিডিয়া তারকা ছিলেন, তীক্ষ্ণ বাকশক্তি ও রসবোধের জন্য পরিচিত ছিলেন। শেষ প্রেসিডেন্ট একজন সাবেক মিডিয়া তারকা, তীক্ষ্ণ বাকশক্তি ও রসবোধের জন্য পরিচিত। ১৯৮৯ সালটি সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে পরিচিত সাম্রাজ্যের ভাঙনকে চিহ্নিত করেছিল, এবং শ্লোক চল্লিশে বর্ণিত তিনটি যুদ্ধের মধ্যে শেষটি রাশিয়া নামে পরিচিত সাম্রাজ্যের ভাঙনকে প্রতিনিধিত্ব করে।

পানিয়ামের যুদ্ধ পদ চল্লিশের তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধ, এবং এটির ধাঁচ নির্ধারণ করেছিল প্রথম যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধ শেষ হলে সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করেছিল যে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্র। শেষ যুদ্ধের উপসংহারে সেই বিশ্ব-আধিপত্য আবারও পুনরাবৃত্ত হবে, কারণ সেখানেই, অ্যান্টিওকাস তৃতীয় ও ম্যাসিডোনিয়ার ফিলিপের (যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ) মধ্যে গঠিত জোট সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র (মিথ্যা নবী) দশজন রাজা (ড্রাগন—জাতিসংঘ)-এর প্রধান রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

চল্লিশ নম্বর শ্লোকের তিনটি যুদ্ধ 'সত্য'-এর স্বাক্ষর বহন করে, কারণ প্রথমটি শেষটিকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর মাঝের যুদ্ধ বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম ও শেষের বিজয়ী

প্রক্সি বাহিনী (যুক্তরাষ্ট্র) প্রাধান্য পায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রক্সি বাহিনী পরাজিত হয়, এবং দ্বিতীয় প্রক্সি বাহিনী হলো নাৎসিবাদ, বিদ্রোহের এক বিশ্বি প্রতীক।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের তিনটি রাজনৈতিক প্রচারাভিযান 'সত্য'র ছাপ বহন করে, কারণ তিনি প্রথম ও শেষে প্রচারাভিযানে নির্বাচনে জয়ী হন, কিন্তু মাঝের প্রচারাভিযানে তিনি নাস্তিকতার পশুর দ্বারা পরাস্ত হন, যা ড্রাগনের শক্তি; এবং এটি আবারও সেই বিদ্রোহের প্রতীক, যা হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষর দ্বারা প্রতীকায়িত—যে অক্ষরটি প্রথম ও শেষ অক্ষরের সাথে মিলিয়ে হিব্রু শব্দ 'সত্য' তৈরি করে।

দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দশম পদ ১৯৮৯ সালকে শেষকালের সময় হিসেবে চিহ্নিত করে, এবং ষোড়শ পদটি শীঘ্রই আসন্ন রবিবার আইনকে চিহ্নিত করে। দশ থেকে পনেরো পদ চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসকে উপস্থাপন করে, যা দানিয়েল গ্রন্থের সেই অংশ যা শেষ দিনগুলো পর্যন্ত সীলমোহর করে রাখা ছিল। যখন দশ থেকে পনেরো পদগুলোকে (পঞ্চক্তি পর পঞ্চক্তি) চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করা হয়, তখন শেষ দিনসমূহের সাথে সম্পর্কিত দানিয়েলের সেই অংশটি উন্মোচিত হয়। শীঘ্রই আসন্ন রবিবার আইনের সময় বিশ্রামদিন পালনকারীদের জন্য অনুগ্রহের দরজা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সেই অংশটি উন্মোচিত হয়। অতএব এটি চূড়ান্ত বা সপ্তম সীলকে প্রতিনিধিত্ব করে।

> আর যখন তিনি সপ্তম মোহরটি খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় অর্ধঘণ্টা নীরবতা ছিল। আর আমি সেই সাত স্বর্গদূতকে দেখলাম যারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন; এবং তাদেরকে সাতটি তূরী দেওয়া হলো। আর আরেক স্বর্গদূত এলেন এবং বেদীর কাছে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে সোনার ধূপদান; এবং তাকে অনেক ধূপ দেওয়া হলো, যেন তিনি তা সকল পবিত্রদের প্রার্থনার সঙ্গে সিংহাসনের সামনে যে সোনার বেদী আছে তার উপর নিবেদন করেন। আর ধূপের ধোঁয়া, যা পবিত্রদের প্রার্থনার সঙ্গে ছিল, স্বর্গদূতের হাত থেকে ঈশ্বরের সামনে উঠল। আর স্বর্গদূতটি ধূপদানটি নিলেন, এবং বেদীর আগুন দিয়ে তা পূর্ণ করলেন, এবং তা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন; এবং সেখানে কণ্ঠস্বর, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎচমক এবং ভূমিকম্প হলো। আর যে সাত স্বর্গদূতের কাছে সাতটি তূরী ছিল, তারা বাজানোর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করলেন। প্রকাশিত বাক্য ৮:১-৬।

সাতটি তূরীসহ সাতজন স্বর্গদূত যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন প্রবর্তনের সময় শুরু হওয়া কার্যকরী বিচারকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তারা সেই কার্যকরী বিচারকেও প্রতিনিধিত্ব করে যা মিকায়েল উঠে দাঁড়ালে ও মানবের করুণাকাল সমাপ্ত হলে শুরু হয়। প্রথম পর্বে, রবিবারের আইন থেকে মিকায়েল উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত, ঈশ্বরের বিচারে করুণা মিশ্রিত থাকে; কিন্তু এরপর সাতটি শেষে মহামারী হলো করুণাবিহীন ঈশ্বরের বিচার। সপ্তম মোহর খোলা হলো সেই সময় যখন কার্যকরী বিচারসমূহ প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা সাতজন স্বর্গদূত দ্বারা প্রতীকায়িত।

দানিয়েল বইয়ের দ্বিতীয় ও নবম অধ্যায় 'পবিত্রদের প্রার্থনা'কে এমন এক প্রার্থনা হিসেবে চিহ্নিত করে, যা নবূখদনজোরের পশুদের প্রতিমা বিষয়ে লুকানো স্বপ্নের ঘটনাবলি বোঝার জন্য, এবং লেবীয় পুস্তকের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে উল্লিখিত 'সাত বার'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুতাপ ও পাপস্বীকারের জন্য করা হয়। 'সোনার ধূপদানে' ধূপের সঙ্গে মিশে যে প্রার্থনাগুলি ঈশ্বরের সামনে উঠে যায়, সেগুলি করেন তারা, যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে আহ্বানপ্রাপ্ত; সেই সময়, বেদী থেকে আগুন যখন পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তারা জীবন্ত ঈশ্বরের সীল গ্রহণ করে।

ইজেকিয়েল গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে, সেই একই পবিত্রজনেরা ভূমিতে ও গির্জায় সংঘটিত জঘন্য কাজগুলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বিলাপ করছে; এবং তারা যখন পাপের জন্য তাদের গভীর অনুতাপ প্রকাশ করে, তখন সিলকরণকারী স্বর্গদূত তাদের কপালে একটি চিহ্ন বসিয়ে দেন। প্রকাশিত বাক্যের অষ্টম অধ্যায়ের মতোই, বিনাশকারী স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত বিচারসমূহ পটভূমিতে অপেক্ষা করছে, সিলকরণ সমাপ্ত হয়েছে বলে আদেশের অপেক্ষায়।

অভ্রান্ত নির্ভুলতায় অনন্ত ঈশ্বর এখনও সকল জাতির সঙ্গে হিসাব রাখেন। যতদিন তাঁর করুণা পশ্চাতাপের আহ্বানের মাধ্যমে প্রস্তাব করা হয়, ততদিন এই হিসাব খোলা থাকে; কিন্তু যখন হিসাবের সংখ্যা ঈশ্বর নির্ধারিত এক নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছায়, তখন তাঁর ক্রোধের কার্যধারা শুরু হয়। হিসাবটি বন্ধ হয়ে যায়। ঐশ্বরিক ধৈর্যের অবসান ঘটে। তাদের পক্ষে আর করুণার জন্য কোনো আবেদন থাকে না।

যুগযুগান্তর পেরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নবী তাঁর দর্শনে এই সময়টিকেই দেখেছিলেন। এই যুগের জাতিসমূহ অভূতপূর্ব করুণার প্রাপক হয়েছে। স্বর্গীয় আশীর্বাদের শ্রেষ্ঠটুকু তাদের দেওয়া হয়েছে, তবু তাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ রয়েছে ক্রমবর্ধমান অহংকার, লোভ, মূর্তিপূজা, ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা, এবং নিকৃষ্ট অকৃতজ্ঞতা। তাদের ঈশ্বরের সঙ্গে হিসাবের খাতা দ্রুতই বন্ধ হয়ে আসছে।

কিন্তু যে বিষয়টি আমাকে কাঁপিয়ে তোলে, তা হলো—যারা সর্বাধিক আলোকপ্রাপ্তি ও বিশেষ সুযোগ পেয়েছে, তারা প্রবল পাপাচারে কলুষিত হয়ে পড়েছে। তাদের চারপাশের অধার্মিকদের প্রভাবে, অনেকে—সত্যের স্বীকারকারীদের মধ্যেও—শীতল হয়ে পড়েছে এবং মন্দের প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। সত্যিকারের ধার্মিকতা ও পবিত্রতার ওপর সর্বব্যাপী তাচ্ছিল্য, যাদের ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, তাদেরকে তাঁর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে প্ররোচিত করে। যদি তারা আলো অনুসরণ করত এবং হৃদয় থেকে সত্য মান্য করত, তবে এভাবে অবজ্ঞা ও উপেক্ষিত হলে এই পবিত্র বিধান তাদের কাছে আরও মূল্যবান বলে মনে হতো। ঈশ্বরের বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা যত বেশি প্রকাশ্য হয়, এর পালনকারীদের সঙ্গে জগতের মধ্যে বিভাজনরেখা ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক শ্রেণির মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানসমূহের প্রতি প্রেম যত বাড়ে, অন্য এক শ্রেণির মধ্যে তাদের প্রতি অবজ্ঞা ততই বাড়ে।

সংকট দ্রুতই ঘনিয়ে আসছে। দ্রুত বেড়ে চলা পরিসংখ্যান দেখায় যে ঈশ্বরের পরিদর্শনের সময় প্রায় এসে গেছে। তিনি শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক হলেও, তবুও তিনি শাস্তি দেবেন, এবং তা দ্রুতই। যারা আলোর মধ্যে চলেন তারা আসন্ন বিপদের লক্ষণ দেখতে পাবেন; কিন্তু তারা যেন শান্তভাবে, উদাসীনভাবে সর্বনাশের প্রতীক্ষায় বসে না থাকেন, এই বিশ্বাসে নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে যে পরিদর্শনের দিনে ঈশ্বর তাঁর লোকদের আশ্রয় দেবেন। একেবারেই তা নয়। তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে অন্যদের উদ্ধার করতে অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম করা তাদের কর্তব্য, এবং সহায়তার জন্য দৃঢ় বিশ্বাসে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত। 'ধার্মিক ব্যক্তির কার্যকর, আন্তরিক প্রার্থনা বহু ফল আনে।'

ঈশ্বরভক্তির খামির তার শক্তি সম্পূর্ণ হারায়নি। যে সময় গির্জার বিপদ ও দুরবস্থা সর্বাধিক হবে, তখন আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ছোট্ট দলটি দেশে যে জঘন্য কাজগুলো হচ্ছে তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবে ও কাঁদবে। কিন্তু বিশেষত তাদের প্রার্থনা গির্জার জন্যই উঠবে, কারণ তার সদস্যরা জগতের রীতিতে চলছে।

> এই বিশ্বস্ত অল্প কজনের আন্তরিক প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। যখন প্রভু প্রতিশোধগ্রহণকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি সেই সকলের রক্ষক হিসেবেও আসবেন, যারা বিশ্বাসকে তার বিশুদ্ধতায় সংরক্ষণ করেছে এবং নিজেদেরকে পৃথিবীর কলুষ থেকে অকলঙ্কিত রেখেছে। এই সময়েই ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি নিজের নির্বাচিতদের পক্ষে প্রতিশোধ নেবেন—যারা দিনরাত তাঁর কাছে আর্তনাদ করে—যদিও তিনি তাদের ব্যাপারে দীর্ঘকাল সহনশীল থাকেন।

> আদেশটি হলো: 'শহরের মধ্য দিয়ে, যিরূশালেমের মাঝখান দিয়ে গিয়ে, যারা সেখানে সংঘটিত সকল ঘৃণ্যতার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে, তাদের কপালে একটি চিহ্ন অঙ্কিত করো।' এই দীর্ঘশ্বাস-ফেলা, ক্রন্দনকারী লোকেরা জীবনের বাক্য তুলে ধরছিল; তারা ভর্ৎসনা করছিল, পরামর্শ দিয়েছিল, এবং অনুনয় করছিল। যাঁরা ঈশ্বরকে অসম্মান করছিল, তাদের মধ্যে কিছুজন অনুতপ্ত হয়ে তাঁর সামনে নিজেদের হৃদয় নম্র করছিল। কিন্তু প্রভুর মহিমা ইস্রায়েল থেকে প্রস্থান করছিল; যদিও অনেকে এখনও ধর্মের রূপরীতি বজায় রেখেছিল, তাঁর শক্তি ও উপস্থিতি অনুপস্থিত ছিল। টেস্টিমোনিস, খণ্ড ৫, ২০৮–২১০।

দশ থেকে পনেরো নম্বর পদগুলি চল্লিশ নম্বর পদের গোপন ইতিহাসের মোহর খুলে দেয়, এবং এভাবে একই সঙ্গে চিহ্নিত করে যে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণ এখন তাদের ওপর সম্পন্ন হচ্ছে, যারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানিয়েল ও তিনজন বিশ্বস্তজনের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা প্রার্থনার, এবং নবম অধ্যায়ে দানিয়েলের প্রার্থনার শর্তাবলী পূরণ করেছে। এই দুই প্রার্থনার পার্থক্যটি বোঝা যায় এভাবে: একটি হলো ভবিষ্যদ্বাণীর বাহ্যিক ঘটনাবলি বোঝার জন্য প্রার্থনা (দানিয়েল ২), এবং অন্যটি হলো ভবিষ্যদ্বাণীর অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করার জন্য প্রার্থনা (দানিয়েল ৯)। আরেকটি পার্থক্য হলো, পবিত্রজনেরা সম্মিলিতভাবে পশুর মূর্তির পরীক্ষার বার্তাটি বোঝার চেষ্টা করছেন (দানিয়েল ২), কিন্তু তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ পশ্চাত্তাপের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে (দানিয়েল ৯)। তাদের প্রার্থনা ইজেকিয়েল ৯-এর প্রেক্ষাপটে হতে হবে, কারণ দেশে ও মণ্ডলীতে যে পাপ আছে, তা নিয়ে তাদের শোকাহত হতে হবে।

> যখন তাঁর ক্রোধ বিচারকর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে, তখন খ্রিষ্টের এই বিনয়ী, নিবেদিত অনুসারীরা তাদের আত্মিক যন্ত্রণার দ্বারা পৃথিবীর বাকি লোকদের থেকে পৃথক হয়ে উঠবে; এই যন্ত্রণা বিলাপ ও কান্না, তিরস্কার ও সতর্কবাণীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অন্যরা যেখানে বিদ্যমান মন্দকে ঢেকে রাখতে এবং সর্বত্র বিস্তৃত মহা দুষ্কর্মের জন্য অজুহাত দাঁড় করাতে চেষ্টা করে, সেখানে ঈশ্বরের সম্মানের জন্য উদ্গ্র আগ্রহ ও আত্মাদের প্রতি প্রেম যাদের আছে, তারা কারও অনুগ্রহ পেতে নীরব থাকবে না। অধার্মিকদের অপবিত্র কাজকর্ম ও কথাবার্তায় তাদের ধার্মিক আত্মা দিন দিন পীড়িত হয়। অধার্মিকতার বেগবান স্রোত থামাতে তারা অক্ষম; তাই তারা শোক ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ। যারা মহান আলো পেয়েছে, তাদেরই ঘরে ধর্মকে তুচ্ছ করা হচ্ছে—এ দৃশ্য দেখে তারা ঈশ্বরের সামনে শোক করে। গির্জার মধ্যে অহংকার, লোভ, স্বার্থপরতা এবং প্রায় সব ধরনের প্রতারণা বিদ্যমান—এই কারণে তারা বিলাপ করে এবং তাদের আত্মাকে ক্লিষ্ট করে। যে ঈশ্বরের আত্মা তিরস্কারে প্রেরণা দেন, তাঁকেই পদদলিত করা হয়, আর শয়তানের দাসেরা বিজয়ী হয়। ঈশ্বর অসম্মানিত হন, সত্যকে অকার্যকর করে তোলা হয়।

> যে শ্রেণি নিজেদের আধ্যাত্মিক অধঃপতনের জন্য দুঃখিত হয় না, আর অন্যদের পাপের জন্য শোকও করে না, তারা ঈশ্বরের সীল ছাড়া থেকে যাবে। প্রভু তাঁর দূতদের—যাদের

> হাতে হত্যার অস্ত্র—আদেশ করেন: 'শহরের মধ্যে তাকে অনুসরণ করে যাও, এবং আঘাত কর; তোমাদের চোখ যেন দয়া না করে, তোমরা যেন করুণা না করো; সম্পূর্ণরূপে হত্যা করো বৃদ্ধ ও যুবক, কুমারী, ছোট শিশু এবং নারী; কিন্তু যার উপর চিহ্ন আছে তার কাছে যেও না; এবং আমার পবিত্রস্থান থেকে শুরু কর। তখন তারা গৃহের সম্মুখে যে প্রাচীন পুরুষেরা ছিল, তাদের থেকেই শুরু করল।'
>
> "এখানে আমরা দেখি যে গির্জা—প্রভুর পবিত্রস্থান—সবার আগে ঈশ্বরের ক্রোধের আঘাত অনুভব করেছিল। প্রবীণ পুরুষেরা, যাঁদের ঈশ্বর মহান আলো দিয়েছিলেন এবং যারা জনগণের আত্মিক স্বার্থের প্রহরী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের অর্পিত আস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। তাঁরা এমন অবস্থান নিয়েছিলেন যে, পূর্বকালের মতো আর আমাদের অলৌকিক ঘটনা এবং ঈশ্বরের শক্তির সুস্পষ্ট প্রকাশের প্রত্যাশা করার প্রয়োজন নেই। সময় বদলে গেছে। এই কথাগুলো তাঁদের অবিশ্বাসকে আরও জোরদার করে, এবং তারা বলে: প্রভু ভালোও করবেন না, মন্দও করবেন না। তিনি এতই করুণাময় যে বিচার নিয়ে তাঁর প্রজাদের কাছে আসবেন না। অতএব 'শান্তি ও নিরাপত্তা'—এই ধ্বনিই ওঠে সেইসব লোকদের কাছ থেকে যারা আর কখনোই তূর্যধ্বনির মতো কণ্ঠ তুলে ঈশ্বরের লোকদের তাদের অপরাধ এবং যাকোবের ঘরের তাদের পাপ দেখাবে না। যে বোবা কুকুরগুলো ঘউে ঘউে করতে চায় না, তারাই অপমানিত ঈশ্বরের ন্যায্য প্রতিহিংসা ভোগ করে। পুরুষ, কুমারী, এবং ছোট ছোট শিশুরা সবাই একসঙ্গে নাশ হয়।" Testimonies খণ্ড ৫, ২১০, ২১১.

দানিয়েলে অধ্যায় এগারোর প্রথম ও দ্বিতীয় পদ ১৯৮৯ সালের শেষে সময়ে শুরু হয়; দশম পদও তেমনই। দ্বিতীয় পদ ইতিহাসকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম রাষ্ট্রপতি মেয়াদ পর্যন্ত নিয়ে যায়, এবং তারপর সেই ষষ্ঠতম ধনী প্রেসিডেন্ট থেকে সপ্তম রাজ্য (জাতিসংঘ)—যা আলেকজান্ডার মহান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে—পর্যন্ত একটি গোপন ইতিহাস অব্যক্ত রেখে দেয়। দ্বিতীয় পদের ধনবান রাজা জের্কসিস এবং আলেকজান্ডার মহানের মধ্যে পারস্যের আটজন রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় পদ থেকে তৃতীয় পদ পর্যন্ত যে গোপন ইতিহাস, তা আটজন রাজাকে নির্দেশ করে। অতএব, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সমাপ্তি থেকে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত সপ্তম রাজ্য পর্যন্ত মোট দশজন রাজা রয়েছে, যারা দানিয়েলে অধ্যায় এগারোর দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পদের গোপন ইতিহাসজুড়ে বিস্তৃত।

দশ সংখ্যা একটি পরীক্ষার প্রতীক, এবং সেই ইতিহাসেই যে পরীক্ষা সংঘটিত হয় তা হলো পশুর প্রতিমূর্তি গঠন। ষষ্ঠ ধনীতম প্রেসিডেন্ট ২০১৫ সালে তার প্রথম প্রচারণা থেকেই গ্লোবালিস্টদের উসকে দেন, এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দুই সাক্ষী ও নাস্তিকতার ড্রাগন পশুর মধ্যে এক সংগ্রামের সূচনা ঘটান, যা ষোল ও একচল্লিশ নম্বর পদের রবিবারের আইন পর্যন্ত থামে না। সেই যুদ্ধের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পই ড্রাগনকে উসকে দেওয়া প্রথম প্রেসিডেন্ট, এবং তিনিই শেষজন। ট্রাম্প হলেন পৃথিবীর পশুর শেষ প্রেসিডেন্ট, এবং ট্রাম্প সপ্তম রাজ্যের প্রথম নেতা হবেন। এভাবে ট্রাম্প দশজন রাজার প্রথম ও শেষজনকে প্রতিনিধিত্ব করেন, আর দশ একটি পরীক্ষার প্রতীক।

1776, 1789 এবং 1798 তিনটি ইতিহাসকে উপস্থাপন করে যা প্রতিষ্ঠা করে যে অষ্টম রাষ্ট্রপতি সাতজনেরই একজন। 1776 স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রকাশ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। 1789 এমন এক ঐতিহাসিক সময়কালকে উপস্থাপন করে যখন কনফেডারেশনের অনুচ্ছেদসমূহ প্রণীত হয়েছিল। এই

সময়কাল শুরু হয় 1781 সালে, এবং 1789 সালে সংবিধান প্রকাশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। 1798 বিদেশি ও রাষ্ট্রদ্রোহ আইনসমূহের প্রকাশ এবং বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর জন্তুর সূচনাকে উপস্থাপন করে।

কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসসমূহকে প্রথম কংগ্রেস ও শেষ কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে দুইজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং পেটন র‍্যান্ডলফ ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে ছয়জন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পেটন র‍্যান্ডলফ প্রথম এবং দ্বিতীয়—উভয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসেরই প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের ইতিহাসে মোট আটজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পেটন র‍্যান্ডলফ প্রথম ও দ্বিতীয়—উভয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসেরই প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন; এটি এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পর্ব, যেখানে আটজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কিন্তু দুইটি পর্বের প্রতিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন একই ব্যক্তি। তাই প্রেসিডেন্টের কার্যকাল আটটি হলেও আসলে প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাত্র সাতজন। সাতজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রথম জনটি দুইবারই প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এবং সেই কারণে র‍্যান্ডলফ ওই সাতজনেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েও অষ্টমকে প্রতিনিধিত্ব করেন; এবং দুই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি প্রকৃত প্রথম প্রেসিডেন্ট—জর্জ ওয়াশিংটন—এর প্রতীক হয়ে ওঠেন।

ওয়াশিংটনকে র‍্যান্ডলফ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এবং তাই র‍্যান্ডলফ, ওয়াশিংটনের প্রতীক হিসেবে, উভয়ই র‍্যান্ডলফ—প্রথম প্রেসিডেন্ট—এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য এবং এই কথাটি যে র‍্যান্ডলফ অষ্টম ছিলেন, যিনি সাতজনের একজন ছিলেন, প্রকাশ করে। অতএব জর্জ ওয়াশিংটন, প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং প্রথম কমান্ডার অ্যান্ড চিফ হিসেবে, ভবিষ্যদ্বাণীমতে অষ্টমও ছিলেন এবং সাতজনের একজন ছিলেন, এবং ট্রাম্প, শেষ প্রেসিডেন্ট হিসেবে, তিনিও অষ্টম হবেন, অর্থাৎ সাতজনের একজন।

দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন জন হ্যানকক। দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস ১৭৮১ সালে সমাপ্ত হয়। ১৭৮১ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত সময়কালকে কনফেডারেশনের নিবন্ধসমূহের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ সময়কালটি ১৭৮৯ সালে সংবিধান প্রকাশের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়। ঐ সময়ে আরও আটজন সভাপতি ছিলেন। কনফেডারেশনের নিবন্ধসমূহ ছিল প্রথম সংবিধান, কিন্তু এর দুর্বলতার কারণে তা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং ১৭৮৯ সালে তেরোটি উপনিবেশ সংবিধানটি অনুমোদন করে।

সে সময়ের আটজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে সাতজন ছিলেন, যাঁরা পূর্বের দুইটি কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সময়কালের ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, এবং একজন ছিলেন, যিনি সেই প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। John Hancock দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে যেমন দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তেমনি কনফেডারেশনের অনুচ্ছেদসমূহ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সময়কালেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক স্তরে, দুইটি কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস চলাকালে মাত্র সাতজন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট ছিলেন; সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে John Hancock কনফেডারেশনের অনুচ্ছেদসমূহের সময়কালের আটজনের একজন ছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ববর্তী সময়কালের সাতজনেরও একজন ছিলেন। অতএব তিনি ছিলেন সেই অষ্টম, যিনি সাতজনেরই একজন ছিলেন।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল, যা ১৭৮১ থেকে ১৭৮৯ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত, প্রথম সময়ের মতোই, একজন প্রেসিডেন্ট (Hancock) ছিল, যিনি অষ্টম ছিলেন এবং সাতজনেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যেমন ১৭৭৬ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালে Randolph ছিলেন।

আট প্রেসিডেন্টের দুটি পর্যায়েই ‘সাতেরই একজন হওয়া অষ্টম’-এর রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দুই পর্যায় সাক্ষ্য দেয় যে প্রথম প্রকৃত প্রেসিডেন্ট (ওয়াশিংটন)-এর প্রতীকত্বের সঙ্গেও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সেই রহস্য যুক্ত ছিল, যার প্রতিমূর্তি হিসেবে র‍্যান্ডলফ উপস্থাপিত হয়েছে। এই তিন সাক্ষী ট্রাম্পের প্রতি ইঙ্গিত করে। একাদশ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে যেভাবে ট্রাম্পকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা কেবল তার প্রথম মেয়াদ পর্যন্তই; সেই মেয়াদ শেষ হয় যখন অতল গহ্বর থেকে ওঠা পশু দ্বিতীয় নির্বাচনটি চুরি করে নেয়।

যে ইতিহাস সেই পদগুলির পূর্ণতা ঘটিয়েছিল, তা সর্বাধিক ধনী রাজা (Xerxes)-এর সেই সময় এবং মহান আলেকজান্ডারের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী একটি লুকানো ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করে; আলেকজান্ডারের আবির্ভাবটি রবিবারের আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে, যখন দশ রাজা অল্প সময়ের জন্য সপ্তম রাজ্যে পরিণত হয়। ধনী রাজা এবং সেই দশ রাজা, যারা তাদের সপ্তম রাজ্য পোপতন্ত্রের হাতে সমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিল, তাদের মধ্যে আটজন রাজা ছিল। দ্বিতীয় পদ থেকে তৃতীয় পদের মধ্যবর্তী লুকানো ইতিহাস গঠনকারী সেই আট রাজা ১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮-এর ইতিহাসে আটজন রাষ্ট্রপতির দুটি সাক্ষ্য খুঁজে পায়।

ঐ ইতিহাস বাইশ বছরের প্রতীকত্ব বহন করে, যা এটিকে এমন এক ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করে যেখানে দেবত্ব মানবতার সঙ্গে যুক্ত হলে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর দেওয়া হয়। এটি "Truth"-এর সাক্ষ্যও বহন করে, কারণ এর সূচনা স্বাধীনতাকে চিহ্নিত করে এবং সমাপ্তি স্বাধীনতার বিলোপকে চিহ্নিত করে, আর ১৭৭৬ সালের তেরো বছর পরে তেরোটি উপনিবেশে সংবিধান অনুমোদন করেছিল। এটি আরও আটজন রাজা (রাষ্ট্রপতি)-এর দুটি সময়কালকে চিহ্নিত করে, যেখানে উভয় ক্ষেত্রেই অষ্টমটি সাতজনেরই একজন—এই রহস্য রয়েছে।

২০১৬ সালে ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং ষষ্ঠ রাজ্যের শেষ নেতা হিসেবে ট্রাম্প এছাড়াও ধারাবাহিক দশজন রাজার প্রথম ও শেষজনকে প্রতিনিধিত্ব করেন। সংখ্যা ‘দশ’ সেই ইতিহাসের পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে, এবং যে পরীক্ষা রবিবারের আইনের পূর্বে শুরু হয়ে সেই আইনেই সমাপ্ত হয়, তা হলো পশুর মূর্তির গঠন। নেবূখদনেজরের পশু-স্বপ্নের মূর্তি আটটি রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এভাবে এটি সাক্ষ্য দেয় যে পশুর মূর্তির পরীক্ষা সংখ্যাটি ‘আট’ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

মাকাবি ধারার পরীক্ষার ইতিহাসে, যা ধর্মত্যাগী প্রোটেস্টান্টবাদের শৃঙ্গের ধারা এবং অ্যান্টিওকাস তৃতীয় দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ধর্মত্যাগী রিপাবলিকানবাদের শৃঙ্গের ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সব ধারা ও শৃঙ্গ একত্রিত হয়ে এক শৃঙ্গে মিলিত হয়, যা পোপতন্ত্রের একটি প্রতিরূপ। একই ইতিহাসে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে, যাদেরকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পদ ৪০-এর গোপন ইতিহাস পদ ২ থেকে ৩-এর গোপন ইতিহাসে এবং পদ ১০ থেকে ১৫-এর ইতিহাসে উন্মোচিত হয়। ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি তাঁর শপথগ্রহণে ট্রাম্প যখন

সাতজনের অন্তর্গত অষ্টম প্রেসিডেন্ট হন, তখন জেরক্সিস ও আলেকজান্ডার মহানের মধ্যবর্তী আট রাজা পশুর মূর্তি গঠনের আবির্ভাবকে চিহ্নিত করে, এবং ট্রাম্প দশ ধারাবাহিক রাজার প্রথম ও শেষজনকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> আর আমি দেখলাম, সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন তাঁর ডান হাতে একটি গ্রন্থ, যার ভেতরে এবং পেছনের দিকেও লেখা ছিল, এবং সেটি সাতটি সিলমোহরে সিলমোহরিত ছিল। আর আমি দেখলাম, এক পরাক্রমশালী স্বর্গদূত উচ্চস্বরে ঘোষণা করছেন, ‘এই গ্রন্থ খুলতে এবং তার সিলমোহরগুলি খুলতে কে যোগ্য?’ আর স্বর্গে, পৃথিবীতে, অথবা পৃথিবীর নীচে কেউই গ্রন্থটি খুলতে বা তাতে তাকাতেও সক্ষম ছিল না। আর আমি অনেক কাঁদলাম, কারণ গ্রন্থটি খুলতে ও তা পড়তে, এমনকি তাতে তাকাতেও, যোগ্য কেউ পাওয়া গেল না। তখন প্রবীণদের একজন আমাকে বললেন, ‘কেঁদো না; দেখ, যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ, দাউদের শিকড়, তিনি গ্রন্থটি খুলতে এবং তার সাতটি সিলমোহর খুলতে বিজয়ী হয়েছেন।’ আর আমি দেখলাম—দেখো, সিংহাসনের মাঝখানে ও চারটি জীবন্ত সত্তার মাঝে, এবং প্রবীণদের মাঝখানে, একটি মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছে, যেন তাকে জবাই করা হয়েছিল; তার সাতটি শিং ও সাতটি চক্ষু ছিল, যেগুলি ঈশ্বরের সাতটি আত্মা, যা সমগ্র পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। আর তিনি এসে সিংহাসনে যিনি বসে ছিলেন তাঁর ডান হাত থেকে গ্রন্থটি নিলেন। এবং তিনি যখন গ্রন্থটি নিলেন, তখন চারটি জীবন্ত সত্তা এবং চব্বিশজন প্রবীণ মেষশাবকের সামনে নত হয়ে পড়ল; তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল বীণা, এবং সুগন্ধে পূর্ণ স্বর্ণপাত্র, যা সাধুদের প্রার্থনা। আর তারা একটি নতুন গান গাইল, এই বলে: ‘তুমি গ্রন্থটি গ্রহণ করতে ও তার সিলমোহরগুলি খুলতে যোগ্য; কারণ তুমি নিহত হয়েছিলে, এবং তুমি তোমার রক্তের দ্বারা প্রত্যেক গোত্র, ভাষা, লোক, ও জাতি থেকে আমাদের মুক্ত করে ঈশ্বরের কাছে নিয়েছ; এবং আমাদেরকে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজা ও যাজক বানিয়েছ; আর আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব।’ প্রকাশিত বাক্য ৫:১-১০।